তারিখ: 22/08/2014

কার্ড অনুপস্থিত লেনদেন (সিএনপি) সম্পর্কিত সুরক্ষা বিষয় এবং ঝুঁকি লাঘব পদ্ধতি

আরবিআই/2014-15/190
ডিপিএসএস.পিডি.সিও. নং.371/02.14.003/2014-2015

অগাষ্ট 22, 2014

সভাপতি এবং পরিচালন অধিকর্তা/ মুখ্য নির্বাহি আধিকারিকগণ/ আরআরবিগুলি সমেত সকল তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ/ শহরাঞ্চলিক সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ/রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ/ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ/ প্রাধিকৃত কার্ড পেমেন্ট নেটওয়ার্ক

মহাশয়া/প্রিয় মহাশয়

কার্ড অনুপস্থিত লেনদেন (সিএনপি) সম্পর্কিত সুরক্ষা বিষয় এবং ঝুঁকি লাঘব পদ্ধতি

অনুগ্রহ করে আমাদের ফেব্রুয়ারি 18, 2009 তারিখাঙ্কিত সার্কুলার আরবিআই/ডিপিএসএস নং. 1501/02.14.003 / 2008-2009 এবং ডিসেম্বর 31, 2010 তারিখাঙ্কিত আরবিআই/ডিপিএসএস নং 1503/ 02.14.003 /2010-2011 এবং অগাষ্ট 04, 2011 তারিখাঙ্কিত আরবিআই/ডিপিএসএস নং 223/02.14.003/2011-2012 দেখুন যেখানে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল কার্ডে উল্লেখিত নয় এমন তথ্য জেনে তার ওপর ভিত্তি করে সমস্ত কার্ড অনুপস্থিত (সিএনপি) অন-লাইন লেনদেনের (ই-কমার্স/আইভিআর/এমওটিও/স্থায়ী নির্দেশের ভিত্তিতে নিয়মিত লেনদেনের জন্য প্রমাণীকরণ/ বৈধকরণ ব্যাঙ্কের পক্ষে বাধ্যতামূলক করতে http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=6657&Mode=0 ।

2. কার্ড অনুপস্থিত লেনদেনের ধরনের ওপরে উপরের নির্দেশিকাগুলি কতদূর প্রয়োগসাধ্য তা ব্যাখ্যা করে অক্টোবর 25, 2010 তারিখাঙ্কিত আমাদের সার্কুলার আরবিআই/ডিপিএসএস.নং914/02.14.003/2010-2011 দেখবেন। বলা হয়েছে যে বাধ্যতামূলক আদেশটি প্রয়োগ করা হবে ভারতের মধ্যে জারি করা কার্ড ব্যবহার করে ব্যবসায়িক সাইটে অর্থপ্রদানের জন্য এমন সব লেনদেনে যেখানে বৈদেশিক মুদ্রা বাইরে যাওয়ার কোনও অভিপ্রায় নেই। আরও বলা হয়েছে যে বিদেশি ওয়েবসাইট/অর্থপ্রদান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ, আদেশটি কার্যকর করায় শিথিলতার অনুমতি দেওয়ার ভিত্তি হতে পারেনা।

3. আমাদের নজরে এসেছে, এমন অনেক উদাহরণ আছে যে উপরোক্ত স্পষ্টীকরণ সত্বেও অতিরিক্ত প্রমাণীকরণ/বৈধকরণ আদেশ ছাড়াই কার্ড অনুপস্থিত লেনদেন কার্যকর হচ্ছে এমনকী যেখানে লেনদেন ঘটছে দুজন ভারতের অধিবাসীর মধ্যে (ভারতে জারি করা কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে ভারতেরই মধ্যে পণ্য/পরিষেবা সরবরাহকারী দ্বারা প্রদত্ত পণ্য এবং পরিষেবা কেনার জন্য)।আরও দেখা গেছে যে এই সংস্থাগুলি অতিরিক্ত প্রমাণীকরণ/বৈধকরণের আদেশ লঙ্ঘন করছে এমন ব্যবসায়িক/অর্থপ্রদান মডেল অনুসরণ করে যার পরিণতিতে বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে যাচ্ছে। কার্ড সুরক্ষা বিষয়ে চালু নির্দেশের এইরকম আড়াল করা এবং লঙ্ঘন করা সম্ভব হয়েছে বিদেশে অবস্থিত ব্যাঙ্কের দ্বারা ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য (যা নির্দিষ্ট ছিল ভারতের মধ্যে পণ্য এবং পরিষেবা বিক্রয়ের জন্য)। এর পরিণতিতে এই লেনদেনগুলির নিষ্পত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে গেছে। এই অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না কারণ তা বৈদেশিক মুদ্রা পরিচালন আইন, 1999 ছাড়াও পেমেন্ট এ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম এ্যাক্ট 2007-এর অধীনে জারি করা নির্দেশগুলি লঙ্ঘন করে।

4. উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, বলা হয়েছে, যেভাবে বর্তমান নির্দেশগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য এবং লঙ্ঘন করছে যে সংস্থাগুলি তাদের এই প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

5. আরও জানান হচ্ছে যেক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা কার্ড দেশের মধ্যে লভ্য পণ্য এবং পরিষেবা কেনার জন্য কার্ড অনুপস্থিত অর্থপ্রদান করতে ব্যবহার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে লেনদেন করতে হবে ভারতের মধ্যে কোন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এবং লেনদেনটি অবশ্যই ভারতীয় কারেন্সিতে নিষ্পত্তি হবে, কার্ড অর্থপ্রদানের সুরক্ষা সংক্রান্ত চালু নির্দেশ মান্য করে।

6. এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে পেমেন্ট এ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম এ্যাক্ট 2007, (2007-এর এ্যাক্ট 51)-এর অধীনে ধারা 10(2) সঙ্গে পঠিত ধারা 18-এর অধীনে।

7. সার্কুলারের তারিখ থেকে নির্দেশগুলি অবিলম্বে বলব হবে। যদিও ব্যবসায় যাতে ক্ষতিসাধন না হয়, তাই আমাদের নির্দেশ পালন করার জন্য বর্তমান চালু ব্যবস্থাটিকে অক্টোবর 31, 2014 পর্যন্ত সময় দেওয়া হল, তবে শর্ত সাপেক্ষে যেন পিএসএস আইন/ ফেমা'র কোন বিধান লঙ্ঘন না হয়ে থাকে।

8. অনুগ্রহ করে প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

(বিজয় চুঘ)
প্রধান মুখ্য মহাপ্রবন্ধক